বাংলা উচ্চারণসহ

তরজমা-ই ক্বোরআন

কানযুল ঈমান

কৃত : আ'লা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী
[রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

ও

তাফ্সীর

নূরুল ইরফান

কৃত : হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী
[রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

বঙ্গানুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.sahihaqeedah.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ক্বোরআন মজীদ পাঠের ফযীলত

ক্বোরআন মজীদ পড়া ও পড়ানোর বহু ফযীলত রয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু হৃদয়ঙ্গম করা যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলারই 'কালাম' বা বাণী। ইসলাম ও এর বিধানের মূল ভিত্তি এটাই। এর তেলাওয়াত ও তাতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তা মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। এখানে এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস শরীফ উল্লেখ করা হচ্ছে–

হাদীস-১ঃ সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি যে ক্বোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।"

হাদীস-২ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত ওক্ববাহ্ ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে কে এ কথা পছন্দ করবে যে, 'বাতহান' অথবা 'আক্বীক' (মদীনা শরীফের নিকটবর্তী দু'টি স্থান)-এ গিয়ে সেখান থেকে পৃষ্ঠদেশ উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দু'টি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে এভাবে যেন পাপ না হয় ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না হয় (অর্থাৎ বৈধ পন্থায়)? আমি আরয করলাম, "একথা আমাদের সবারই পছন্দনীয়।" এরশাদ করলেন, "তাহলে ভোরে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কিতাবের দু'টি আয়াত কেন শিক্ষা করছো না? কারণ, এটা দু'টি উষ্ট্রী অপেক্ষাও উত্তম। তিন তিনটা অপেক্ষা শ্রেয়, চার চারটা অপেক্ষা শ্রেয়। এভাবে অনুমান করো।"

হাদীস-৩ঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "যে মু'মিন ব্যক্তি ক্বোরআন পাঠ করে তার উপমা হচ্ছে– কমলা লেবুর মতো, খুশ্বুও ভাল এবং স্বাদও রুচিসম্মত। আর যে মু'মিন ক্বোরআন পাঠ করে না সে খেজুরের ন্যায়। এর মধ্যে খুশবু নেই, তবে স্বাদে মিষ্ট। আর যে মুনাফিক্ব ক্বোরআন পাঠ করে না সে তিক্তফলের মত। সেটার মধ্যে খুশ্বুও নেই, স্বাদেও তিক্ত। যে মুনাফিক্ব ক্বোরআন পাঠ করে সে ফুলের ন্যায়– সেটার মধ্যে খুশ্বু আছে, কিন্তু স্বাদে তিক্ত।

হাদীস-৪ঃ সহীহ হাদীসে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন– আল্লাহ্ এ কিতাব দ্বারা অনেক লোককে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন, অনেককে নিচে পতিত করেন। অর্থাৎ যারা এর উপর ঈমান আনে ও তদনুযায়ী কাজ করে তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা, আর যারা তা করে না তাদের জন্য রয়েছে অধঃপতন।

হাদীস-৫ঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "যে ক্বোরআন পাঠে দক্ষ সে 'কিরামান কাতেবীন'-এর সাথে রয়েছে, আর যে ব্যক্তি থেমে থেমে ক্বোরআন পাঠ করে এবং সে সেটার প্রতি আগ্রহী; অর্থাৎ তার জিহ্বা সহজভাবে চলে না, কষ্ট সহকারে শব্দাবলী উচ্চারণ করে, তার জন্য দু'টি সওয়াব।

হাদীস-৬ঃ শরহ্-ই সুন্নাহ্য় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– তিনটি বস্তু ক্বিয়ামত দিবসে আরশের নিচে থাকবে–

এক. ক্বোরআন। এটা বান্দাদের পক্ষে বাদানুবাদ করবে। সেটার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'টি দিক রয়েছে, **দুই.** আমানত এবং **তিন.** আত্মীয়তার বন্ধন। তা এ আহ্বান করবে– যে আমাকে মিলিত করেছে, তাকে আল্লাহ্ মিলিত করবেন এবং যে আমাকে কর্তন করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কর্তন করবেন।

হাদীস-৭ঃ ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– ক্বোরআন অবলম্বনকারীকে বলা হবে– পড় ও আরোহণ করো এবং 'তারতীল' (বর্ণগুলোর যথাযথ উচ্চারণ ও তাজভীদ) সহকারে পাঠ করো, যেভাবে দুনিয়াতে 'তারতীল' সহকারে পড়তে। তোমার (চূড়ান্ত) মর্যাদা হচ্ছে শেষ আয়াত, যা তুমি পাঠ করবে।

হাদীস-৮ঃ তিরমিযী ও দারমী হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন– যার মধ্যবর্তী স্থানে (বক্ষে) ক্বোরআনের কিছুই নেই তা বিজন বাড়ির মতো।

হাদীস-৯ঃ তিরমিযী ও দারমী হযরত আবূ সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, (আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান) "যাকে ক্বোরআন আমার যিক্র ও আমার নিকট যাঞ্চা করা থেকে মগ্ন রেখেছে তাকে আমি তদপেক্ষাও উত্তম দেবো, যা যাঞ্চাকারীদেরকে দিয়ে থাকি এবং আল্লাহ্র কালামের ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) অন্যান্য কালামের (বাণী) উপর তেমনিই যেমন আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর।"

হাদীস-১০ঃ তিরমিযী ও দারমী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহ্র একটা বর্ণ পাঠ করবে সে এমন একটা পুণ্য পাবে, যা দশটা পুণ্যের সমান হবে। আমি এ কথা বলছি না যে, الٓمٓ (আলিফ-লাম-মীম) একটা মাত্র বর্ণ; বরং 'আলিফ' (ا) একটা বর্ণ, 'লাম' (ل) দ্বিতীয় বর্ণ এবং মীম (م) তৃতীয় বর্ণ।

হাদীস-১১ঃ আবূ দাউদ মু'আয জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি ক্বোরআন পাঠ করেছে এবং যা কিছু তাতে রয়েছে তদনুযায়ী কাজ করেছে তার পিতা-মাতাকে ক্বিয়ামত-দিবসে এমন তাজ পরানো হবে, যার আলোক সূর্য অপেক্ষাও উত্তম। যদি সে তোমাদের গৃহসমূহে থাকতো, তবে খোদ্ ওই আমলকারী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা?"

হাদীস-১২ঃ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও দারমী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "যে ব্যক্তি ক্বোরআন পাঠ করেছে ও তা মুখস্থ করেছে- সেটার হালালকে হালাল জ্ঞান করেছে ও হারামকে হারাম জেনেছে তার পরিবার-পরিজন থেকে এমন দশজন লোকের পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন, যাদের উপর জাহান্নাম অনিবার্য হয়েছে।"

হাদীস-১৩ঃ তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "ক্বোরআন শিক্ষা করো ও পাঠ করো। যে ব্যক্তি ক্বোরআন শিক্ষা করেছে ও পাঠ করেছে এবং সেটা সহকারে স্থির রয়েছে তার উপমা এমনই যেন মেশ্ক থলে ভর্তি রয়েছে এবং মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

হাদীস-১৪ঃ বায়হাক্বী শুআবুল ঈমান-এ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণনা করেন, 'রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "এসব হৃদয়েও মরিচা পড়ে যায় যেমন লোহায় পানি লাগলে মরিচা লেগে যায়।" আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! এর মসৃণতা কোন্ জিনিস দ্বারা আসবে?" এরশাদ ফরমালেন, "অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করলে ও ক্বোরআন তেলাওয়াত করলে।"

হাদীস-১৫ঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "ক্বোরআনকে তখন পর্যন্ত পাঠ করো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে অনুরাগ ও সম্বন্ধ থাকে। আর যখন অন্তরে বিরক্তি এসে যায় তখন দাঁড়িয়ে যাও অর্থাৎ তেলাওয়াত বন্ধ করে দাও।"

হাদীস-১৬ঃ সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করা হয়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "যে ব্যক্তি ক্বোরআনকে মধুর কণ্ঠে পাঠ করে না সে আমাদের থেকে নয়।"

হাদীস-১৭ঃ ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও দারমী হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "ক্বোরআনকে আপন কণ্ঠস্বরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো!" দারমীর বর্ণনায় আছে, "আপন কণ্ঠস্বর দ্বারা সুন্দর করো! কারণ, মধুর কণ্ঠ ক্বোরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।"

হাদীস-১৮ঃ বায়হাক্বী ওবায়দা মুলায়কী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "হে ক্বোরআনের ধারকরা! ক্বোরআনকে বালিশ বানিও না। অর্থাৎ আলস্য ও উদাসীনতা প্রদর্শন করো না। আর রাত ও দিনে সেটা তেলাওয়াত করো যেমনিভাবে তেলাওয়াত করা কর্তব্য এবং সেটার প্রসার ঘটাও। আর সেটা সুন্দর কণ্ঠস্বর দ্বারা পাঠ করো। সেটার বিনিময় নিও না এবং যা কিছু তাতে রয়েছে তাতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো। সেটার সাওয়াব প্রাপ্তিতে ত্বরা করো না। কারণ সেটার সাওয়াব খুব বড় (যা আখিরাতে পাওয়া যাবে)।"

হাদীস-১৯ঃ আবূ দাউদ ও বায়হাক্বী হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ক্বোরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের সাথে গ্রাম্য অশিক্ষিত এবং অনারবীয় লোকও ছিলো। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন আর এরশাদ ফরমালেন, "ক্বোরআন পাঠ করো! তোমরা সবাই শ্রেষ্ঠ। পরবর্তী যুগে এমন সব সম্প্রদায় আসবে, যারা ক্বোরআনকে এমনই সোজা করবে, যেমন তীর সোজা হয়। সেটার বিনিময় তাড়াতাড়ি নিতে চাইবে, দেরীতে নিতে চাইবে না।" অর্থাৎ দুনিয়াতেই বিনিময় নিয়ে নিতে চাইবে।

হাদীস-২০ঃ বায়হাক্বী হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "ক্বোরআনকে আরবের সুরে ও স্বরে তেলাওয়াত করো। প্রেমিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সুর থেকে বিরত থাকো। অর্থাৎ সঙ্গীতের নিয়মাবলী অনুসারে গাইও না। আমার পর এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা তারজী' (ترجيع) সহকারে ক্বোরআন পাঠ করবে যেভাবে গান ও বিলাপে তারজী' করা হয়। ক্বোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর ফিতনায় আক্রান্ত এবং তাদেরও, যাদের নিকট একথা ভালো লাগে।"

হাদীস-২১ঃ আবূ সা'ঈদ ইবনে মু'আল্লা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু থেকে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নামাযরত ছিলাম। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি জবাব দিলাম না। (যখন নামায সমাপ্ত করলাম) তখন হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম আর আরয কলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।" এরশাদ ফরমালেন- আল্লাহ্ তা'আলা কি এরশাদ করেন নি-

(اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ)

অর্থাৎ "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হাযির হয়ে যাও যখন তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন।" অতঃপর এরশাদ ফরমান, "মসজিদ থেকে বাইরে যাবার পূর্বে ক্বোরআনে যে সূরাটা সর্বাপেক্ষা বড় তা আমি বলবো। আর হুযূর আমার হাত হুযূরের নূরানী মুঠোর মধ্যে নিলেন। যখন বের হবার ইচ্ছা হলো, তখন আমি আরয করলাম, "হুযূর এরশাদ করেছিলেন যে, মসজিদ থেকে বের হবার

পূর্বে ক্বোরআনের সর্বাপেক্ষা বড় সূরাটা শিক্ষা দেবেন।" এরশাদ ফরমালেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ওই সপ্ত আয়াত সম্বলিত সূরা ও ক্বোরআন-ই আযীম, যা আমিই লাভ করেছি।"

হাদীস-২২ঃ সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের শেফা। (দারমী ও বায়হাক্বী)

হাদীস-২৩ঃ সহীহ্ মুসলিমে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হুযূরের দরবারে হাযির ছিলেন। উপর থেকে একটা শব্দ আসলো। তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, আস্মানের এ দরজা আজই খোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয় নি। একজন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হলেন। জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম বললেন, এ ফিরিশ্তা আজকের পূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসে নি। সে সালাম করেছে এবং বলেছে, "হুযুরের প্রতি সুসংবাদ যে, দু'টি নূর হুযূরকে দেওয়া হয়েছে– এ দু'টি হুযূরের পূর্বে কখনো কাউকে দেওয়া হয় নি। সে দু'টি হচ্ছে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষাংশ। যে বর্ণটা আপনি পাঠ করবেন, তা আপনাকেই দেওয়া হবে।"

হাদীস-২৪ঃ সহীহ্ মুস্লিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না। শয়তান ওই ঘর থেকে পলায়ন করে, যে ঘরে সূরা বাক্বারা পাঠ করা হয়।"

হাদীস-২৫ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আমি এটা এরশাদ ফরমাতে শুনেছি, "ক্বোরআন পাঠ করো। কেননা, তা ক্বিয়ামতের দিন আপন সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। দু'টি আলোকিত সূরা– বাক্বারা ও আল-ই ইমরান পাঠ করো। এ দু'টি সূরা ক্বিয়ামত-দিবসে এভাবে আসবে যেন দু'টি মেঘ অথবা দু'টি শামিয়ানা অথবা সারিবদ্ধ পাখীকুলের দু'টি ঝাঁক। আর এ দু'টি তাদের সাথীদের পক্ষ থেকে বাদানুবাদ করবে, তাঁদের পক্ষে সুপারিশ করবে। সূরা বাক্বারা তেলাওয়াত করো। কেননা, তা গ্রহণ করা বরকত আর সেটা ত্যাগ করা দুঃখ। কিন্তু বাতিলরা সেটার শক্তি রাখে না।"

হাদীস-২৬ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'আব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– হে আবুল মুন্যির! (এটা উবাই ইবনে কা'বের উপনাম,) তোমার নিকট ক্বোরআনের সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত কোন্টা? আমি আরয করলাম আল্লাহ্ ও রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। হুযূর এরশাদ ফরমান, "হে আবুল মুন্যির! তোমাদের জানা আছে কি ক্বোরআনের কোন্ আয়াতটা সর্বাপেক্ষা বড়?" আমি আরয করলাম–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী। হুযূর আমার বুকের উপর মুবারক হস্ত দ্বারা মৃদু আঘাত করলেন আর বললেন, "হে আবুল মুন্যির! তোমার জ্ঞান মুবারক হোক!"

হাদীস-২৭ঃ সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানের যাকাত অর্থাৎ সাদ্কাতুল ফিতরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করলেন। একজন আগন্তুক আসলো এবং শস্য ভর্তি করতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, "তোমাকে হুযূরের দরবারে পেশ করবো।" সে বলতে লাগলো, "আমি একজন গরীব পরিবারের কর্তা, অভাবী লোক।" আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোর হলো তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমার রাতের বন্দীর কি হলো?" আমি আরয করলাম, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! সে অতি অভাব ও পরিবার নিয়ে কষ্টের কথা বললো, আমার দয়া হলো এবং ছেড়ে দিয়েছি।" এরশাদ ফরমালেন, "সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে।" আমি বুঝতে পারলাম যে, সে অবশ্যই আসবে।" কারণ, হুযূরই তা বলেছেন। তার অপেক্ষায় বসে রইলাম। সে আসলো ও শস্য ভর্তি করতে লাগলো। অমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, "আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ্র দরবারে পেশ করবো।" সে বললো, "আমাকে ছেড়ে দাও! আমি একজন অভাবী লোক, পরিবারওয়ালা হই। আর আসবো না।" আমি দয়াপরবশ হলাম ও তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "হে আবূ হোরায়রা! তোমার বন্দীর কি হলো?" আমি আরয করলাম, "সে পরিবারওয়ালা হয়ে অত্যন্ত অভাবের অভিযোগ করলো। আমার মনে দয়া হলো এবং তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "সে তোমাকে মিথ্যা বলে গেছে। সে আবার আসবে।" আমি তার অপেক্ষায় ছিলাম। সে আসলো ও শস্য ভর্তি করতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম ও বললাম, "আমি তোমাকে হুযূরের সামনে পেশ করবো। এ পর্যন্ত তিনবার হয়েছে। তুমি বলেছিলে আর আসবে না। কিন্তু পুনরায় এসেছো।" সে বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি তোমাকে এমন সব কলেমা শিক্ষা দিচ্ছি যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করবেন। যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন (আয়াতুল কুরসী اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) শেষ পর্যন্ত পড়ে নেবে। ভোর পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হবে। শয়তান তোমার নিকটেও আসতে পারবে না।" আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। যখন ভোর হলো, তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমার বন্দীর কি হলো?" আমি আরয করলাম, সে বললো, "আমি তোমাকে এমন কিছু কলেমা শিক্ষা দিচ্ছি, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে উপকৃত করবে।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "একথা সে সত্য বলেছে; কিন্তু সে বড় মিথ্যুক। তুমি কি জানো এ তিন রাতে কে তোমার সাথে কথা বলেছে?" আমি আরয করলাম, "না।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন– "সে হচ্ছে শয়তান।"

হাদীস-২৮ঃ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "সূরা বাক্বারার

শেষ দু'আয়াত যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করে নেয় তা তার জন্য যথেষ্ট।"

হাদীস-২৯ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে এক কিতাব লিখেছেন। এতে দু'টি আয়াত, যে দু'টি সূরা বাক্বারার শেষ ভাগে নাযিল করেছেন। যে ঘরে তিন রাত যাবৎ পাঠ করা হবে, শয়তান সেটার নিকটেও আসতে পারবে না। (তিরমিযী ও দারমী)।

হাদীস-৩০ঃ সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার ওই ভাণ্ডার থেকেই, যা আরশের নিচে অবস্থিত। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ দু'টি আয়াত দিয়েছেন। সে দু'টি শিক্ষা করো এবং আপন স্ত্রীদের শিক্ষা দাও। কারণ সে দু'টি হচ্ছে রহমত, আল্লাহ্র নিকটবর্তী ও দো'আ-প্রার্থনা। (দারমী)

হাদীস-৩১ঃ সহীহ্ মুসলিমে আবুদ্দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন– 'সূরা কাহ্ফ'-এর প্রথম দশ আয়াত যে ব্যক্তি মুখস্ত করবে সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে।

হাদীস-৩২ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ জুমু'আর দিন পাঠ করবে তার জন্য দু'জুমু'আর মধ্যবর্তীতে 'নূর' (জ্যোতি) হবে। (বায়হাক্বী)

হাদীস-৩৩ঃ প্রত্যেক কিছুর হৃদয় আছে। ক্বোরআন পাকের হৃদয় হচ্ছে সূরা 'ইয়াসীন'। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়েছে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দশবার ক্বোরআন পড়ার সাওয়াব লিখবেন। (তিরমিযী, দারমী)

হাদীস-৩৪ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যমীন ও আস্মান সৃষ্টি করার হাজার বছর পূর্বে 'ত্বোয়াহা' ও 'ইয়াসিন' পড়েছেন। যখন ফিরিশ্তাগণ শুনলেন তখন বললেন, "ধন্য হোক ওই উম্মত, যাদের উপর এ দু'টি অবতীর্ণ হবে। ধন্য হোক ওই সব পেট (বক্ষ), যেগুলো এ দু'টির ধারক হবে। আর ধন্য হোক ওই সব জিহ্বা, যেগুলো এ দু'টি সূরা পাঠ করে।" (দারমী শরীফ)

হাদীস-৩৫ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য 'ইয়াসীন' পড়বে তার পূর্ববর্তী গুনাহ্র মাগফিরাত হয়ে যাবে। সুতরাং তা তোমাদের মৃতদের নিকট পাঠ করো।

হাদীস-৩৬ঃ যে ব্যক্তি حٰمٓ اَلْمُؤْمِنُوْنَ (হা-মীম আল্-মু'মিনূন) اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (ইলায়হিল মাসীর) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী সকালে পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে। আর যে সন্ধ্যায় পড়বে সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। (তিরমিযী ও দারমী)

হাদীস-৩৭ঃ যে ব্যক্তি حٰمٓ اَلدُّخَان (হা-মীম আদ্-দুখান) জুমু'আহ্ রাতে পাঠ করবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

হাদীস-৩৮ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ পর্যন্ত না الٓمّٓ تَنْزِيْل ও تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكَ পড়ে নিতেন ততক্ষণ শয়ন করতেন না। (আহমদ, তিরমিযী, দারমী)

হাদীস-৩৯ঃ খালিদ ইবনে মা'দিন বলেন, 'মুক্তিদাতা'কে পাঠ করো। তা হচ্ছে الٓمّٓ تَنْزِيْل ; আমি অবগত হলাম যে, এক ব্যক্তি সেটা পাঠ করছিলো, সেটা ব্যতীত অন্য কিছু পড়তো না। বস্তুতঃ সে ছিলো বড় পাপী। এ সূরাটা তার উপর আপন ডানা বিস্তার করলো। আর বললো, "হে রব! তাকে ক্ষমা করে দাও! কারণ, সে আমাকে অধিক পরিমাণে পাঠ করতো।" আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সেটার সুপারিশ গ্রহণ করলেন। আর ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, "তার প্রত্যেক পাপের স্থলে একটা করে নেকী লিখে দাও এবং একটা করে মর্যাদা উঁচু করে দাও"। খালিদ এও বলেছেন, এ (সূরা)টা তার পাঠকের পক্ষ থেকে কবরে দাবী পেশ করবে আর বলবে, "হে আল্লাহ্! যদি আমি তোমার কিতাব থেকে হই, তবে আমার সুপারিশ ক্ববূল করে নাও! আর যদি তোমার কিতাব থেকে না হই, তা'হলে তা থেকে আমাকে সরিয়ে দাও।" এবং সেটা পাখীর মতো আপন ডানা তার উপর বিছিয়ে দেবে ও শাফা'আত করবে এবং কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। খালিদ 'তাবারাকা' সম্পর্কে এমনই বলেছেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে দু'টি পড়ে নিতেন না, খালিদ শয়ন করতেন না। তাউস বলেছেন, "এ দু'টি সূরা ক্বোরআনের প্রত্যেকটি সূরার ষাট গুণ বেশি ফযীলত রাখে।" (দারমী)

হাদীস-৪০ঃ ক্বোরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটা সূরা আছে, যা মানুষের জন্য সুপারিশ করে। শেষ পর্যন্ত তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। তা হচ্ছে– تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكَ ।

(আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্।)

হাদীস-৪১ঃ কোন এক সাহাবী কবরস্থানে তাঁবূ খাঁটিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না যে, সেখানে কবর আছে। তাতে কোন এক ব্যক্তি تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكَ সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছে। তিনি যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে ওই ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তা হচ্ছে 'মুক্তিদাতা সূরা। সেটা আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি দেয়।" (তিরমিযী)

হাদীস-৪২ঃ যে ব্যক্তি 'সূরা ওয়াক্বি'আহ্' প্রত্যেক রাতে পাঠ করবে সে কখনো উপবাস থাকবে না। ইবনে মাস্'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তাঁর সাহেবজাদীগণকে প্রত্যেক রাতে এ সূরাটা পাঠ করার নির্দেশ দিতেন। (বায়হাক্বী)

হাদীস-৪৩ঃ "তোমরা কি প্রত্যেক দিন এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করার ক্ষমতা রাখো না?" লোকেরা আরয করলেন– "কে সেটার সামর্থ্য রাখে?" "এর সামর্থ্য না থাকলে– اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ (সূরা তাকাসুর) পড়ে নাও!" (বায়হাক্বী)

হাদীস-৪৪ঃ "তোমরা কি রাতে ক্বোরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করতে অক্ষম?" লোকেরা আরয করলেন, "এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআন কেউ কিভাবে পড়তে পারে?" এরশাদ ফরমালেন,

"قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সূরা ইখ্লাস একবার পাঠ করা) এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআন পাঠ করার সমান।" (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীস-৪৫ঃ اِذَازُلْزِلَتِ অর্ধ ক্বোরআনের সমান। আর 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ) এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআনের সমান এবং قُلْ يَاَيُّهَاالْكَافِرُوْنَ (সূরা কাফিরূন) এক চতুর্থাংশ ক্বোরআনের সমান। (তিরমিযী)

হাদীস-৪৬ঃ যে ব্যক্তি একদিনে দু'শ' বার 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ) পড়বে তার পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে- তার কর্জ ব্যতীত। (তিরমিযী)

হাদীস-৪৭ঃ যে ব্যক্তি শয়ন করার সময় ডান করটের উপর শুয়ে বিছানার উপর একশ'বার قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ পড়বে ক্বিয়ামত দিবসে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "হে আমার বান্দা! তোমার ডান পার্শ্বে জান্নাতে চলে যাও!"

হাদীস-৪৮ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ পড়তে শুনলেন। এরশাদ করলেন- "জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।" (ইমাম মালিক, তিরমিযী, নাসাঈ)

হাদীস-৪৯ঃ কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! ক্বোরআনে সর্বাপেক্ষা বড় সূরা কোন্টা?" এরশাদ ফরমান- " قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ "। সে আরয করলো, "ক্বোরআনে সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত কোন্টা?" এরশাদ ফরমায়েছেন-

" اَللّٰهُ لَآاِلٰهَ هُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ "। সে আরয করলো, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ আয়াত আপনার ও আপনার উম্মতের নিকট পৌছতে আপনি পছন্দ করেন?" এরশাদ ফরমালেন- "সূরা বাক্বারার শেষ ভাগের আয়াত। কারণ, সেটা আল্লাহ্র রহমতের ভাণ্ডার থেকে, আল্লাহ্র আরশের নিচে থেকেই। আল্লাহ্ তা'আলা ওই আয়াত এ উম্মতকে দিয়েছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন মঙ্গল নেই, যা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (দারমী)

হাদীস-৫০ঃ যে ব্যক্তি اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ তিনবার পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা সত্তর হাজার ফিরিশ্তা নিয়োগ করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দো'আ করতে থাকবেন। আর যদি ওই ব্যক্তি সেদিন মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদরূপেই মরবে। সন্ধ্যায় পড়লেও তার জন্য এরূপ হবে। (তিরমিযী)

হাদীস-৫১ঃ যে ক্বোরআন পড়ে তার উচিত আল্লাহ্রই দরবারে দরখাস্ত করা। অনতিবিলম্বে এমন লোকও আসবে, যারা ক্বোরআন পড়ে মানুষের নিকট ভিক্ষা করতে থাকবে। (আহমদ, তিরমিযী)

হাদীস-৫২ঃ যে ব্যক্তি ক্বোরআন পড়ে মানুষের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করবে সে ক্বিয়ামত দিবসে এভাবে আসবে যে, তার মুখমণ্ডলের উপর মাংস থাকবে না। (বায়হাক্বী)

হাদীস-৫৩ঃ হযরত ইব্নে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে ক্বোরআনের কপি লেখার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, তাতে ক্ষতি নেই। ওইসব লোক নক্শা তৈরি করে এবং আপন হস্তশিল্পের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ এটা এক প্রকার হস্তশিল্প। সেটার বিনিময় নেওয়া বৈধ।

ক্বোরআন মজিদ পাঠ করা সম্পর্কে আরো কিছু আয়াত ও হাদীস

আল্লাহ্ আয্যা ও জাল্লা শানুহু এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (সূরা মুয্যাম্মিল) অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ থেকে পাঠ করো যা সহজ বোধ হয়। আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থাৎ যখন ক্বোরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন তা শুনো ও চুপ থাকো এ আশায় যে, তোমাদেরকে দয়া করা হবে।

হাদীস-৫৪ঃ হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী ও হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, "যখন ইমাম পড়বে তখন তোমরা সবাই চুপ থাকবে।" (মুসলিম ১ম খণ্ড ঃ ১৭২ পৃষ্ঠা)

হাদীস-৫৫ঃ ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে নি তার নামায নেই, অর্থাৎ তার নামায পরিপূর্ণ নয়। অপর এক বর্ণনা, সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

فَهِيَ خِدَاجٌ অর্থাৎ ওই নামায অসম্পূর্ণ। এ হুকুম ওই ব্যক্তির জন্য যে ইমাম হয় অথবা নামায একাকী পড়ে। মুক্তাদীকে পড়তে হয় না, ইমামের ক্বিরআতই তার ক্বিরআত। এ হাদীস ইমাম মুহাম্মদ, তিরমিযী ও হাকিম হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন। আর অনুরূপই ইমাম আহমদ আপন 'মুসনাদ'-এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম হালবী বলেন, এ হাদীস ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে বিশুদ্ধ।

হাদীস-৫৬ঃ হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, ইমামের সাথে (মুক্তাদী) কোন নামাযেই ক্বোরআন থেকে কিছুই পড়বে না। (মুসলিম ১ম খণ্ড ঃ ২১৫ পৃষ্ঠা)

হাদীস-৫৭ঃ ইমাম আবূ জা'ফর 'শরহে মা'আনিল আসার' (شرح معانى الآثار)-এ বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, যায়দ ইবনে সাবিত ও জাবির ইব্নে আবদিল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুম)-কে প্রশ্ন করা হলো, ওই সব হযরত বললেন, "ইমামের পেছনে কোন নামাযেই ক্বিরআত পড়ো না।"

হাদীস-৫৮ঃ ইমাম মুহাম্মদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু 'মুআত্তা'য় বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে ইমামের পেছনে ক্বিরআত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন, চুপ থাকো এবং ইমামের ক্বিরআতই তোমার জন্য যথেষ্ট। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন- যে ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়বে তার মুখে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা হোক- এটাই আমি পছন্দ করি।

হাদীস-৫৯ঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, যে ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়ে তার মুখের মধ্যে পাথর হোক।

হাদীস-৬০ঃ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়েছে সে সুন্নাত (فطرت)-এর পরিপন্থী কাজ করেছে।

ক্বোরআন মজীদ সম্পর্কে কতিপয় নিয়মাবলী

মাস্আলা-১ঃ ক্বোরআন মজীদের উপর স্বর্ণ বা রৌপ্যের পানি দিয়ে ক্বোরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা জায়েয। কারণ, তাতে ক্বোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই প্রকাশ পায়। তাতে হরকত ও নুক্বতাহ লাগানো মুস্তাহ্সান (উত্তম) কাজ। কারণ, অন্যথায় অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধরূপে ক্বোরআন মজিদ পাঠ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে, সাজদার আয়াতের উপর 'সাজদাহ্' শব্দ লিপিবদ্ধ করা, 'ওয়াক্বফ' (বিরতি)-এর চিহ্নসমূহ লিখা ও রুকূ'র চিহ্নসমূহ সংযোজন করা এবং তা'শীর অর্থাৎ দশ দশটা আয়াতের উপর চিহ্ন লাগানোও জায়েয। (দুর্রুল মুখতার, রাদ্দুল মুহ্তার)

বর্তমান যুগে ক্বোরআনের 'তরজমা' (অনুবাদ)ও ছাপানোর প্রচলন আছে। তরজমা ও তাফসীর যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে তা ক্বোরআন মজীদের সাথে ছাপালে ক্ষতি নেই। কারণ, এর ফলে ক্বোরআনের অর্থ ইত্যাদি জানা সহজ হয়। কিন্তু শুধু তরজমা ছাপানো উচিত নয়।

মাস্আলা-২ঃ ক্বোরআন মজীদের লিখন পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দর ও সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কাগজও উন্নত মানের হওয়া, কালিও উন্নত ধরনের হওয়া চাই, যেন দেখতে ভাল লাগে। (দুর্রুল মুখ্তার, রাদ্দুল মুহ্তার)

মাস্আলা-৩ঃ ক্বোরআন মজীদের সাইজ ছোট করা মাক্রূহ। (দুর্রুল মুখ্তার) যেমন আজকাল কোন কোন প্রেসে এত ছোট আকারের ক্বোরআন ছাপানো হয় যে, তা পড়া যায় না।

মাস্আলা-৪ঃ ক্বোরআন মজিদের কোন কপি যদি এতই পুরাতন হয়ে যায় যে, তা আর তেলাওয়াত করা যায় না; আর এই সন্দেহ হয় যে, সেটার পাতাগুলো খুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে সেটা কোন পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে কোন সতর্কতাপূর্ণ স্থানে নিয়ে দাফন করে ফেলা জরুরী। দাফন করার সময় সেটার জন্য 'লাহাদ' বানানো হবে, যাতে সেটার উপর মাটি না পড়ে। ক্বোরআনের কপি পুরাতন হয়ে গেলে সেটা জ্বালানো যাবে না। (আলমগীরী)

মাস্আলা-৫ঃ অভিধান, আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি কিতাবের একই মর্যাদা। এ ধরনের কিতাবাদি একটা অপরটার উপর রাখা যাবে। এর উপর ইলমে কালাম (আক্বাইদ সম্পর্কিত) কিতাবাদি রাখবে। এর উপর ফিক্বহ, হাদীস ও ওয়াজ-নসীহতের কিতাবাদি রাখা যাবে। ক্বোরআন মজীদ রাখবে এ সবের উপরে। যে সিন্দুকের ভিতর ক্বোরআনের কপি রাখা হয়, সেটার উপর কাপড় চোপড় ইত্যাদি রাখা যাবে না। (আলমগীরী)

মাস্আলা-৬ঃ কেউ শুধু বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ঘরে ক্বোরআন মজীদ রেখেছে, তেলাওয়াত করে না; এটা গুনাহ্ নয়, বরং তার এ নিয়্যত সাওয়াবের কারণ।

মাস্আলা-৭ঃ ক্বোরআন মজিদের উপর অবমাননা করার উদ্দেশ্যে কেউ পা রাখলে সে কাফির হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

মাস্আলা-৮ঃ যে ঘরে ক্বোরআন মজীদ রাখা হয় সে ঘরে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয, যদি ক্বোরআনের উপর পর্দা রাখা হয়।

মাস্আলা-৯ঃ ক্বোরআন মজীদকে খুব সুন্দর আওয়াজে পাঠ করা উচিত। অনুরূপভাবে, আযানও সুন্দর কণ্ঠে দেয়া উচিত। অর্থাৎ যদি আওয়াজ সুন্দর না হয় তবে সুন্দর করার চেষ্টা করবে। তবে 'লাহ্ন' (لحن) সহকারে পড়া অর্থাৎ তেমনিভাবে, যেমন গায়করা করে থাকে, না জায়েয; বরং পড়ার সময় 'তাজভীদ'-এর নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (দুর্রে মুখ্তার, রদ্দে মুহ্তার)

মাস্আলা-১০ঃ মুসলমানদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত আছে যে, ক্বোরআন মজীদ তিলাওয়াতকালে কোথাও যাবার সময় তা বন্ধ করেই যায়; খোলা রেখে যায় না। এটা অবশ্যই আদবের কথা। তবে কিছু লোকের মধ্যে এ কথার প্রসিদ্ধি আছে যে, ক্বোরআন মজীদ খোলা রেখে গেলে তা শয়তান পড়ে নেবে– তা কিন্তু ভিত্তিহীন। সম্ভবতঃ ছোট ছেলেমেয়েদেরকে ওই আদবের দিকে উৎসাহিত করার জন্য কেউ এ কথাটা অবিষ্কার করেছে। (বাহারে শরীয়ত)

মাস্আলা-১১ঃ ক্বোরআন মজীদের আদবসমূহের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, সেটার প্রতি পিঠ দেবে না, পা প্রসারিত করবে না, পা সেটার উপরে উঠাবে না এবং এমনও করবে না যে, নিজে উপরে বসবে আর ক্বোরআন থাকবে নিচে।

মাস্আলা-১২ঃ ক্বোরআন মজীদকে জুযদান আথবা গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রাখা আদবের শামিল। সাহাবা ও তাবে'ঈন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)-এর যুগ থেকে এ নিয়মটাই চলে আসছে।

নামাযে ক্বোরআন মজীদ পাঠ করার বিধান

'ক্বিরআত' হচ্ছে সমস্ত হরফকে আপন আপন 'উচ্চারণের স্থান' (مخارج) থেকে এমনভাবে উচ্চারণ করা যেন প্রত্যেকটা হরফ অপর হরফ থেকে পৃথকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। নিম্নস্বরে পড়লে এতটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন নিজে শুনতে পায়। হরফকে বিশুদ্ধভাবে পড়েছে, কিন্তু নিজে শুনতে পায় নি এবং সেখানে শোরগোল কিংবা কানে বধিরতাও না থাকে, তবে নামাযই হয় নি– (আলমগীরী)। সাধারণতঃ যেখানে 'কিছু পাঠ করা' কিংবা 'বলা' নির্ধারিত হয়, সেখানে এটাই উদ্দেশ্য থাকে যে, তা কমপক্ষে এতটুকু শব্দে উচ্চারিত হবে যে, নিজে শুনতে পাবে। যেমন তালাক্ব দেওয়া, গোলাম আযাদ করা ও পশু যবেহ করার মধ্যে। (আলমগীরী)

মাস্আলা-১৩ঃ যে কোন একটা বড় করে আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত তেলাওয়াত করা– ফরযের দু'রাক্'আতে, বিত্র, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাক্'আতে– ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর উপর ফরয। মুক্বতাদীর জন্য কোন নামাযেই 'ক্বিরআত' জায়েয নয়– না সূরা ফাতিহা, না অন্য কোন সূরা বা

কোন আয়াত– না নিঃশব্দে ক্বিরআত সম্বলিত নামাযে, না সশব্দে ক্বিরআত সম্বলিত নামাযে। ইমামের ক্বিরআত মুক্তাদীর জন্যও যথেষ্ট। (ফিক্বহ্‌র কিতাবাদি)

মাস্‌আলা-১৪ঃ ফরয নামাযের কোন রাক্‌'আতে ক্বোরআন থেকে পাঠ করে নি অথবা শুধু এক রাক্‌'আতে পড়েছে; এমতাবস্থায় নামায ফাসিদ (বিনষ্ট) হয়ে গেছে। (আলমগীরী)

মাস্‌আলা-১৫ঃ ছোট আয়াত, যাতে দু' অথবা দু-এর অধিক শব্দ থাকে, পড়ে নিলে নামাযে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একটা মাত্র হরফের আয়াত হয়, যেমন ق-ن-ص ; যাকে কোন কোন ক্বারীর ক্বিরআতে আয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে, পাঠ করলে ফরয আদায় হবে না; যদিও এমন আয়াতকে বারংবার পাঠ করা হয়। (আলমগীরী, রাদ্দুল মুহ্‌তার) বাকী রইলো, একটা মাত্র শব্দের আয়াত। যেমন– مُدْهَامَّتٰن ; এতে মতভেদ আছে। পূর্ণ আয়াতরূপে সাব্যস্ত না করায় সতর্কতা রয়েছে।

মাস্‌আলা-১৬ঃ সূরার প্রারম্ভে লিখিত بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ একটা পূর্ণ আয়াত। তবে শুধু তা পাঠ করলে ফরয আদায় হবে না। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার)

মাস্‌আলা-১৭ঃ সূরার শেষ ভাগে যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা থাকে, তবে উত্তম হচ্ছে ক্বিরআতকে তাক্‌বীরের সাথে মিলানো। যেমন– وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থাৎ ' ث ' কে كسره সহকারে পড়ে 'আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের সাথে মিলিয়ে নেবে। আর যদি শেষভাগে এমন কোন শব্দ থাকে যাকে আল্লাহ্‌র মহামহিম নাম اَللّٰهُ -এর সাথে মিলানো অশোভন হয়, তবে পৃথক করে পাঠ করা উত্তম। অর্থাৎ ক্বিরআত খতম করে বিরতি দেবে। তারপর اَللّٰهُ اَكْبَر বলবে। যেমন– اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَر -এ বিরতি দিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَر বলে রুকূ'তে যাবে। আর যদি এ দু'য়ের কোনটা না থাকে তবে মিলানো কিংবা পৃথক করা উভয়ই জায়েয। (রাদ্দুল মুহতার, ফাত্‌ওয়া-ই রেয্‌ভিয়াহ্‌)

ফিক্বহ্‌-এর নামাযে ক্বোরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় মাস্‌আলা

এ কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্বিরআতে এতটুকু আওয়াজ দরকার যে, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা, যেমন– বধিরতা, শোরগোল ইত্যাদি না থাকে, তবে যেন নিজে শুনতে পায়। এতটুকু উচ্চরবে না হলে নামায বিশুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে, যেসব বিষয়ে মুখে বলার দখল (আবশ্যকতা) রয়েছে, সেসব বিষয়েই এতটুকু আওয়াজ করা জরুরী। যেমন জন্তু যবেহ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা, তালাক্ব দেয়া, গোলাম আযাদ করা, সাজদার আয়াত পাঠ করার পর সাজদা ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি।

মাস্‌আলা-১৮ঃ ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযের প্রথম দু'রাক্‌'আতে এবং জুমু'আহ্‌, দু'ঈদ, তারাবীহ্‌ ও রমযানের বিত্‌র নামাযের প্রত্যেক রাক্‌'আতে ইমামের জন্য ক্বিরআত উচ্চ রবে পাঠ করা ওয়াজিব। মাগরিবের তৃতীয় ও এশার নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ এবং যোহর ও আসরের নামাযের প্রত্যেক রাক্‌'আতে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। (দুর্‌রে মুখ্‌তার ইত্যাদি)

মাস্‌আলা-১৯ঃ উচ্চরবে বলতে এতটুকু শব্দ সহকারে পাঠ করা বুঝায় যাতে প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ শুনতে পায়। এটা হচ্ছে উচ্চরবের সর্বনিম্ন পর্যায়। উর্ধ্বের কোন সীমা নির্দ্ধারিত নেই। আর 'নীরবে' মানে-যেন নিজে শুনতে পায়। (ফিক্বহ্‌র কিতাবাদি)

মাস্‌আলা-২০ঃ এ ভাবে পাঠ করা যেন শুধু পার্শ্ববর্তী দু'একজন লোক শুনতে পায়, তা উচ্চরবে পাঠ করা নয়; বরং তা হবে নীরবে পাঠ করা। (দুর্‌রে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলা-২১ঃ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক এত উচ্চরবে পাঠ করা যে, তা নিজের জন্য ও অপরের জন্য কষ্টদায়ক হয়, মাক্‌রূহ। (দুর্‌রে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলা-২২ঃ নীরবে পাঠ করছিলো, ইত্যবসরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নামাযে শামিল হয়ে গেলো, তখন যতটুকু অবশিষ্ট থাকে ততটুকু উচ্চরবে পড়বে, যা পড়ে ফেলেছে তা পুনর্বার পাঠ করার প্রয়োজন নেই। (দুর্‌রে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলা-২৩ঃ একটা বড় আয়াত, যেমন 'আয়াতুল কুরসী' অথবা 'আয়াতে মুদায়ানাহ'; যদি এক রাক্‌'আতে সেটার কিছু অংশ পাঠ করে আর অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় রাক্‌'আতে পড়ে, তা হলে জায়েয হবে, যদি প্রত্যেক রাক্‌'আতে যতটুকু পড়েছে তা তিন আয়াতের সমান হয়। (আলমগীরী)

মাস্‌আলা-২৪ঃ দিনের বেলায় নফল নামাযে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। রাতের নফলসমূহে ইখ্‌তিয়ার আছে, যদি একাকী নামায আদায় করে থাকে। রাতের বেলায় নামায জমা'আত সহকারে আদায় করলে ক্বিরআত উচ্চরবে পাঠ করা ওয়াজিব। (দুর্‌রে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলা-২৫ঃ যেসব ওয়াক্‌তে ক্বিরআত উচ্চরবে সম্পন্ন করা হয় সেসব ওয়াক্‌তের কাযা নামায জামা'আত সহকারে আদায় করলে ইমামের জন্য ক্বিরআত উচ্চরবে পাঠ করা ওয়াজিব। আর নীরবে পড়ার ওয়াক্‌তসমূহের নামাযের কাযা দেওয়ার সময় ক্বিরআত নীরবে পড়া ওয়াজিব–যদিও রাতে আদায় করে থাকে। (আলমগীরী ও দুর্‌রে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলা-২৬ঃ উচ্চরব বিশিষ্ট নামাযসমূহের বেলায় একাকী আদায়কারীর জন্য ইখ্‌তিয়ার আছে। উচ্চরবে আদায় করা উত্তম যদি নির্ধারিত ওয়াক্‌তে আদায় করে থাকে; কিন্তু কাযা পড়লে নীরবে পড়া ওয়াজিব। (দুর্‌রে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলা-২৭ঃ চার রাক্‌'আত সম্পন্ন ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক্‌'আতে সূরা পড়তে ভুলে গেছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী দু'রাক্‌'আতে পড়া ওয়াজিব। যদি এক রাক্‌'আতে ভুলে যায় তবে তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাক্‌'আতে পড়বে। মাগরিবের প্রথম দু'রাক্‌আতে ভুলে গেলে তৃতীয় রাক্‌'আতে পড়বে– এক রাক্‌'আতের সূরা পাঠ বাদ পড়বে। আর ওইসব সূরায় সূরা ফাতিহার সাথে পড়বে। উচ্চরবে পড়তে হয় এমন নামাযে

'ফাতিহা' ও 'সূরা' উচ্চরবে পড়বে, নতুবা নীরবে। এ সব ক'টি অবস্থায় সাজদা-ই-সাহ্‌ভ আদায় করবে। স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে নামায পুনর্বার পড়বে। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্‌আলা-২৮ঃ এক আয়াত মুখস্ত করা প্রত্যেক এমন মুসলমানের উপর 'ফরয-ই আইন', যার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্তায়। পূর্ণ ক্বোরআন মজিদ মুখস্ত করা 'ফরয-ই কিফায়া'। সূরা ফাতিহা ও অন্য একটা ছোট সূরা অথবা সেটার সমপরিমাণ যেমন, তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত মুখস্ত করা 'ওয়াজিব-ই আইন'। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার)

মাস্‌আলা-২৯ঃ বিত্‌র নামাযে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাক্‌'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى দ্বিতীয় রাক্‌'আতে قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং তৃতীয় রাক্‌'আতে قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ তিলাওয়াত করেছেন। সুতরাং বরকত লাভের আশায় কখনো কখনো এভাবে বিত্‌র নামাযে পড়ে নেবেন (আলমগীরী)। অবশ্য কখনো কখনো প্রথম রাক্‌'আতে সূরা اَعْلٰى -এর পরিবর্তে اِنَّا اَنْزَلْنَا -ও পড়েছেন।

মাস্‌আলা-৩০ঃ দ্বিতীয় রাক্‌'আতের ক্বিরআত প্রথম রাক্‌'আতের ক্বিরআত অপেক্ষা দীর্ঘ হওয়া মাকরূহ। (দুররুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহতার)

মাস্‌আলা-৩১ঃ জুমু'আহ ও দু'ঈদের নামাযে প্রথম রাক্‌'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং দ্বিতীয় রাক্‌'আতে هَلْ اَتٰكَ পড়া সুন্নাত। কারণ, এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এটা অবশ্য পূর্ববর্তী মাসআলা থেকে স্বতন্ত্র। (দুররুল মুখ্‌তার ও রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্‌আলা-৩২ঃ সূরাসমূহ নির্ধারিত করে নেওয়া যে, অমুক নামাযে অমুক সুরাই পড়বে, মাক্‌রূহ। হাঁ, যে সব সূরার কথা হাদীসসমূহে বর্ণিত, সেগুলো কখনো কখনো পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু সব সময় পড়বে না, যাতে কেউ তা ওয়জিব মনে করে না বসে। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্‌আলা-৩৩ঃ উভয় রাক্‌'আতে একই সূরা বারবার পড়া মাকরূহ-ই তান্‌যীহী, যদি কোন বাধ্যবাধকতা না হয়। কোন বাধ্যবাধকতা হলে মোটেই মাকরূহ নয়। যেমন প্রথম রাক্‌'আতে পূর্ণ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়ে ফেলেছে। তখন দ্বিতীয় রাক্‌'আতেও একই সূরা পড়বে। অথবা যদি দ্বিতীয় রাক্‌'আতেও প্রথম রাক্‌'আতে যেই সূরাটা পড়েছে সেটাই শুরু করে দিয়েছে অথবা অন্য কোন সূরা স্মরণে না থাকে, তবে ওই প্রথম রাক্‌'আতে পঠিত সূরাই পড়বে। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার)

মাস্‌আলা-৩৪ঃ নফল নামাযসমূহে প্রত্যেক রাক্‌'আতে একই সূরা বারবার পড়া অথবা একই রাক্‌'আতে একই সূরা একাধিকবার পাঠ করা জায়েয আছে- (গুনিয়াহ্‌)। যদি প্রথম রাক্‌'আতে পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে নেয় তবে দ্বিতীয় রাক্‌'আতে সূরা ফাতিহার পর আবার الٓمّٓ থেকে শুরু করবে। (আলমগীরী)

মাস্‌আলা-৩৫ঃ ফরয নামাযসমূহে প্রথম রাক্‌'আতে কয়েকটা আয়াত পড়লো। আর দ্বিতীয় রাক্‌'আতে অন্য জায়গা থেকে কয়েকটা আয়াত পড়লো, যদিও একই সূরা থেকে হয়, তাহলে মাঝখানে যদি দু' অথবা দু'অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আয়াত থেকে যায় তবে ক্ষতি নেই। অবশ্য বিনা কারণে এমন করা উচিত নয়। আর যদি একই রাক্‌'আতে কয়েকটা আয়াত পড়লো, অতঃপর কিছু ছেড়ে অন্য জায়গা থেকে পড়লো, তাহলে মাকরূহ। ভুলবশতঃ এমনটি হয়ে গেলে পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরে আসবে এবং ছেড়ে যাওয়া আয়াতগুলো পড়ে নেবে। (রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্‌আলা-৩৬ঃ প্রথম রাক্‌'আতে কোন সূরার শেষাংশ পড়া আর দ্বিতীয় রাক্‌'আতে কোন ছোট সূরা পাঠ করা, যেমন- প্রথম রাক্‌'আতে اَفَحَسِبْتُمْ এবং দ্বিতীয় রাক্‌'আতে قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ তাতে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরী)

মাস্‌আলা-৩৭ঃ ফরযের এক রাক্‌'আতে দু'সূরা পড়বে না। তবে একাকী নামায আদায়কারী পড়ে নিলে ক্ষতি নেই। এ শর্তে যে, উভয় সূরার মধ্যখানে যেন কোন ব্যবধান না থাকে। মধ্যখানে একটা বা দু'টি সূরা ছেড়ে গেলে মাকরূহ হবে। (রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্‌আলা-৩৮ঃ প্রথম রাক্‌'আতে কোন সূরা পড়লো, দ্বিতীয় রাক্‌'আতে কোন ছোট সূরা মধ্যখানে বাদ দিয়ে পড়লো, তবে তা মাকরূহ। হা যদি মধ্যখানে কোন বড় সূরা থাকে, যা পড়লে প্রথম রাক্‌'আতের সূরা অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে যাবে, তবে কোন ক্ষতি নেই। যেমন- وَالتِّيْنِ -এর পর اِنَّا اَنْزَلْنَا পড়লে কোন ক্ষতি নেই। তবে اِذَا جَآءَ এরপর قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ পড়া উচিত নয়। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্‌আলা-৩৯ঃ ক্বোরআন মজীদ উল্টো পড়া, অর্থাৎ দ্বিতীয় রাক্‌'আতে প্রথম রাক্‌'আতে যে সূরা পড়েছিলো সেটার উপর থেকে পড়া, মাক্‌রূহ-ই তাহরীমী। যেমন- প্রথম রাক্‌'আতে قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়লো, দ্বিতীয় রাক্‌'আতে পড়লো اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ। এর বিরুদ্ধে কঠিন হুমকি এসেছে (দুর্‌রুল মুখ্‌তার)। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাস্‌'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, "যে ব্যক্তি ক্বোরআনকে উল্টা পড়ে সে কি এ ভয় করে না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অন্তরকে উল্টিয়ে দেবেন। অবশ্য ভুলবশতঃ পড়লে না গুনাহ্‌ আছে, না সাজদা-ই সাহ্‌ভ।

মাস্‌আলা-৪০ঃ ছোট ছেলেমেয়েদের সুবিধার জন্য عَمَّ پَارَه (আম্‌ পারা) উল্টো নিয়মে পড়া জায়েয।

'ওয়াক্বফ' বা বিরতি চিহ্ন

[ওয়াক্বফ' মানে 'থামা' আর এর বিপরীত হচ্ছে– 'ওয়াস্‌ল' অর্থাৎ মিলানো]

○	এটা একটা গোলাকার বৃত্ত। এটা 'আয়াত'-এর চিহ্ন। যদি এর উপর ' ط ' ও ' م ' ইত্যাদি কোন চিহ্ন না থাকে, তবে এর উপর থেমে যাওয়া চাই। আর যদি অন্য কোন চিহ্ন থাকে, তবে তদনুযায়ী পাঠ করতে হবে।
لا ○	যখন আয়াতের উপর (لا) হয় তখন সেখানে থামা বা না থামা সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ অভিমতানুসারে, থামবে না।
ط	'ওয়াক্বফ্-ই-মুত্‌লাক্ব'-এর চিহ্ন। এর উপর থামা উত্তম।
م	'ওয়াক্বফ-ই-লাযিম'-এর চিহ্ন। এখানে ওয়াক্বফ্ করা অর্থাৎ থেমে যাওয়া জরুরী।
ج	'ওয়াক্বফ-ই-জায়েয'-এর চিহ্ন। এখানে থামা ও না থামা উভয়ই ইচ্ছাধীন।
ز	'জায়েয'-এর চিহ্ন বটে; তবে না থামাটাই উত্তম।
ص	'ওয়াককৃফ্-ই মুরাখ্‌খাস'-এর চিহ্ন। এখানে ' وصل ' বা মিলানো উত্তম। অবশ্য পাঠক ইচ্ছা করলে থামারও অনুমতি আছে।
ق	' قِيْلَ ' (ক্বীলা)-এর চিহ্ন। এখানে না থামা চাই।
صلے	' الوصل اولى ' (আল্-ওয়াস্‌লু আওলা)-এর সংক্ষেপ রূপ। এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।
صل	قَدْ يُوْصَلُ (ক্বাদ য়ূ-সালু)-এর চিহ্ন। এখানে থামা উত্তম।
ك	كَذٰلِكَ (কাযা-লিকা)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, এখানে ঐ 'ওয়াক্বফ'-ই প্রযোজ্য, যা এর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
قِفْ	এটা নির্দেশ সূচক ক্রিয়া। এর অর্থ হচ্ছে 'থেমে যাও'। এখানে থামা উত্তম।
سَكْتَةٌ	'সাক্‌তাহ'। এখানে স্বল্পক্ষণ থামবে, কিন্তু নিঃশ্বাস অব্যাহত রাখবে।
س	এটাও 'সাক্‌তাহ'-এর চিহ্ন।
لا	যেখানে لا (লা) লিখা হয় সেখানে 'ওয়াসল' বা মিলানো জরুরী, 'ওয়াক্বফ' বা থামা দুরস্ত নয়।
৫	পাঁচটা আয়াত পূর্ণ হবার চিহ্ন।
ے	দশটা আয়াতের চিহ্ন।
عب	'আশরা-ই বাসারিয়্যাহ্' (عشرةُ بصريه)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, এখানে বসরার ক্বারীগণের গণনায় দশ আয়াত পূর্ণ হয়েছে।
خب	'খামসাহ্-ই-বাসারিয়া' (خمسةُ بصريه)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, বসরার ক্বারীদের গণনায় এখানে পাঁচ আয়াত পূর্ণ হয়েছে।
تب	'আয়াতে বাসারিয়া (آيت بصريه)-এর চিহ্ন। এখানে বসরার ক্বারীদের মতে আয়াত।
لب	لَيْسَ بِاٰيَةٍ عِنْدَ الْبَصْرِيِّيْنَ -এর চিহ্ন। অর্থাৎ এখানে বসরাবাসী ক্বারীদের মতে 'আয়াত' নয়।

জরুরী হিদায়ত

ক্বোরআন পাক তিলাওয়াত করার সময় 'যের', 'যবর' ও 'পেশ' ইত্যাদি উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। ক্বোরআন পাকে বিশটি স্থান এমনও রয়েছে, যেগুলো পাঠ করার সময় সামান্যটুকু অসতর্কতা অবলম্বন বা ভুল করলেও 'কুফরী কলেমা' পাঠ সম্পন্ন হয়ে যায়। কারণ, 'যবর', 'যের' ও 'পেশ'-কে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ না করে ভুল ও ব্যতিক্রম করলে ওই সব স্থানে অর্থে এমনভাবে পরিবর্তন আসে, যা 'কবীরাহ্ গুনাহ্' (মহাপাপ)-এ পরিগণিত হয়। জেনেশুনে ওই সব স্থানে ভুল পড়লে কুফরের মত জঘন্য গুনাহ্র সম্পাদনকারী হতে হয়। ওই বিশটা স্থান নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নম্বর	স্থান	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
১	সূরা ফাতিহা	اِيَّاكَ نَعْبُدُ	اِيَاكَ نَعْبُدُ
২	সূরা ফাতিহা	اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ
৩	সূরা বাক্বারা-রুকু'-১৫ ঃ আয়াত ১২৪	وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ	اِبْرَاهِيْمُ رَبَّهٗ
৪	সূরা বাক্বারা-রুকূ'-৩৩ ঃ আয়াত ২৫১	قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ	تَتَلَ دَاوٗدَ جَالُوْتُ
৫	সূরা বাক্বারা (আয়াতুল কুরসী)-রুকূ'-৩৪ঃ আয়াত ২৫৫	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط	آللّٰهُ (মাদ্দ সহকারে)
৬	সূরা বাক্বারা-রুকূ'-৩৬ ঃ আয়াত ২৬১	وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ	وَاللّٰهُ يُضَاعَفُ
৭	সূরা নিসা-রুকূ'-২৩ ঃ আয়াত ১৬৫	رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ	مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذَرِيْنَ
৮	সূরা তাওবা-রুকূ'-১ঃ আয়াত ৩	مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ	وَرَسُوْلِهٖ
৯	সূরা বনী ইস্রাঈল-রুকূ'-২ ঃ আয়াত ১৫	وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ	مُعَذَّبِيْنَ
১০	সূরা তোয়াহা-রুকূ'-৭ ঃ আয়াত ১২১	وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ	اٰدَمَ رَبُّهٗ
১১	সূরা আম্বিয়া-রুকূ'-৬ ঃ আয়াত ৮৭	اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ	اِنِّيْ كُنْتَ
১২	সূরা শু'আরা-রুকূ'-১১ ঃ আয়াত ১৯৪	لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ	مِنَ الْمُنْذَرِيْنَ
১৩	সূরা ফাতির-রুকূ'-৪ ঃ আয়াত ২৮	يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا	يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ
১৪	সূরা সাফ্ফাত্-রুকূ'-২ ঃ আয়াত ৭২	فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ	مُنْذَرِيْنَ
১৫	সূরা ফাত্হ-রুকূ'-৪ ঃ আয়াত ২৭	صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ	صَدَقَ اللّٰهَ رَسُوْلُهٗ
১৬	সূরা হাশ্র-রুকূ'-৩ ঃ আয়াত ২৪	مُصَوِّرُ	مُصَوَّرُ
১৭	সূরা আল্-হাক্ব্ক্বাহ্-রুকূ-১ঃ আয়াত ৩৭	اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ	اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ
১৮	সূরা মুয্যাম্মিল-রুকূ'-১ঃ আয়াত ১৬	فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ	فِرْعَوْنَ الرَّسُوْلُ
১৯	সূরা মুরসালাত-রুকূ'-২ ঃ আয়াত ৪১	فِيْ ظِلٰلٍ	فِيْ ظَلٰلٍ
২০	সূরা আন্না-যি'আত-রুকূ'-২ ঃ আয়াত ৪৫	اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ	اَنْتَ مُنْذَرُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ক্বোরআন মজীদের সূচীপত্র

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
হুযূর সর্বশেষ নবী Details click here			
وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ	২২	আহযাব-৩৩	৪০
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ	৬	মা-ইদাহ্-৫	৩
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ	১	বাক্বারাহ্-২	৮৯
اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا	২২	আহযাব-৩৩	৪৫
হুযূর সমগ্র সৃষ্টি জগতের নবী			
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ	২২	সাবা-৩৪	
لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا	১৮	ক্বোরআন-২৫	২৮
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ	১৭	আম্বিয়া-২১	১০৭
اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا	৯	আ'রাফ-৭	১৫৮
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ	৩০	কাওসার-১০৮	১
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূর Details click here			
قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ	৬	মা-ইদাহ্-৫	১৫
مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ...	১৮	নূর-২৪	৩৫
اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ...وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا	২২	আহযাব- ৩৩	৪৫-৪৬
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ	১০	তাওবাহ্-৯	৩২
يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ...	২৮	সাফ্-৬১	৮
হুযূর আল্লাহ্‌র যিক্‌র			
قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا...	২৮	তালাক্ব-৬৫	১০-১১
اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ	১৩	রা'দ-১৩	২৮
اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ	৩০	গা-শিয়াহ্-৮৮	২১
وَاِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ	৩০	তাক্‌ভীর-৮১	২৭

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
-হুযূর আল্লাহ্‌র দলীল			
قَدْجَآءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ	৬	নিসা-৪	১৭৫
هُوَ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ	২৬	ফাত্‌হ-	২৮
হুযূর হাযির-নাযির (Details Click Here)			
اِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا	২৬	ফাত্‌হ-৪৮	৯১৪
وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا	২	বাক্বারাহ্‌-২	১৪৩
وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَآءِ شَهِيْدًا	৫	নিসা-৪	৪১
لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ	১১	তাওবাহ্‌-৯	১২৮
وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْآ أَنْفُسَهُمْ جَآؤُكَ	৫	নিসা-৪	৬৪
اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ	২১	আহ্‌যাব-৩৩	৬
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ	৯	আন্‌ফাল-৮	৩৩
اِنَّآأَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ	২৯	মুয্‌যাম্মিল-৭৩	১৫
وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ	৪	আল্‌-ই ইমরান-৩	১০১
وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا	৪	আল্‌-ই ইমরান-৩	১০৩
হুযূরকে ইলমে গায়ব দেওয়া হ (Details Click Here)			
فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ...	২৯	জিন্‌-৭২	২৬-২৭
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ	৪	আল্‌-ই ইমরান-৩	১৭৯
وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ...	৫	নিসা-৪	১১৩
مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ	৭	আন'আম-৬	৩৮
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ	১৪	নাহ্‌ল-১৬	৮৯
وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ...	১১	ইয়ূনুস-১০	৩৭
اَلرَّحْمٰنُ ـ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ	২৭	আর-রাহ্‌মান-৫৫	১-২
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ	৩০	তাকভীর-৮১	২৪
وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ	৭	আন'আম-৬	৫৯

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
হুযূরের প্রতি আদব ঈমানের স্তম্ভ			
وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ	২৬	ফাত্হ-৪৮	৯
يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ	২৬	হুজুরাত-৪৯	২
لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه	২৬	হুজুরাত-৪৯	১
لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ...	২২	আহযাব-৩৩	৫৩
لَا تَجْعَلُوْ دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ...	১৮	নূর-২৪	৬৩
حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ...	৫	নিসা-৪	৬৫
اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ	২২	আহযাব-৩৩	৩৬
وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا	৯	আ'রাফ-৭	১৫৭
وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ	৬	মা-ইদাহ্-৫	১২
اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ	৯	আনফাল-৮	২৪
হুযূরের প্রতি বেয়াদবী কুফর			
لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا	১	বাক্বারাহ্-২	১০৪
اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ	২৬	হুজুরাত-৪৯	২
لَاتَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ...	১১	তাওবাহ্-৯	৬৬
يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ...	১০	তাওবাহ্-৯	৬১
اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ...	২২	আহযাব-৩৩	৫৭
اُخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ	২৩	সোয়াদ-৩৮	৭৭
নবীর পবিত্র রসনা তরবারির মতো			
فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسَ...	১৬	তোয়াহা-২০	৯৭
قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ	১২	ইয়ূসুফ-১২	৪১
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ...	১১	ইয়ূনুস-১০	৮৮
رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا	১	বাক্বারাহ্-২	১২৬
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ...	১	বাক্বারাহ্-২	১২৯

Details Click Here
Details Click Here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
رَبَّنَآ اِنِّیۡ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ	১৩	ইব্‌রাহীম-১৪	৩৭
رَبِّ لَاتَذَرۡ عَلَی الۡاَرۡضِ...	২৯	নূর-৭১	২৬
হুযূরের সাথে যার সম্পর্ক হয়ে যায় তিনি মহান			
لَعَمۡرُکَ اِنَّهُمۡ لَفِیۡ سَکۡرَتِهِمۡ	১৪	হিজর-১৫	৭২
لَآاُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِ	৩০	বালাদ-৯০	১
وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِیۡنِ	৩০	ত্বীন-৯৫	৩
وَالضُّحٰی وَاللَّیۡلِ اِذَا سَجٰی	৩০	দ্বোহা-৯৩	১-২
کُنۡتُمۡ خَیۡرَ اُمَّةٍ...	৪	আল-ই ইমরান-৩	১১০
وَکَذٰلِکَ جَعَلۡنٰکُمۡ اُمَّةً وَّسَطًا...	২	বাক্বারাহ্-২	১৪৩
یٰنِسَآءَ النَّبِیِّ لَسۡتُنَّ کَاَحَدٍ...	২২	আহযাব-৩৩	৩২
মহান রব হুযূরের সন্তুষ্টি চান			
فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبۡلَةً تَرۡضٰهَا	২	বাক্বারাহ্-২	১৪৪
وَلَسَوۡفَ یُعۡطِیۡکَ رَبُّکَ فَتَرۡضٰی	৩০	দ্বোহা-৯৩	৫
সাহাবা-ই কেরামের ফযাইল			
فَاِنۡ اٰمَنُوۡا بِمِثۡلِ مَآ اٰمَنۡتُمۡ بِهٖ	১	বাক্বারাহ্-২	১৩৭
وَاِذَا قِیۡلَ لَهُمۡ اٰمِنُوۡا کَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ	১	বাক্বারাহ্-২	১৩
اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَالَّذِیۡنَ هٰجَرُوۡا	২	বাক্বারাহ্-২	২১৮
وَلٰکِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَیۡکُمُ الۡاِیۡمَانَ...	২৬	হুজুরাত-৪৯	৭
وَمَا یُضِلُّوۡنَ اِلَّآ اَنۡفُسَهُمۡ	৫	নিসা-৪	১১৩
اِذۡ قُلۡتُمۡ سَمِعۡنَا وَاَطَعۡنَا	৬	মা-ইদাহ্-৫	৭
رَبَّنَا وَابۡعَثۡ فِیۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ	১	বাক্বারাহ্-২	২২৯
وَیُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَالۡحِکۡمَةَ وَیُزَکِّیۡهِمۡ	১	বাক্বারাহ্-২	২২৯
وَاٰخَرِیۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا یَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ	২৮	জুমু'আহ্-৬২	৩
هُمُ الَّذِیۡنَ یَقُوۡلُوۡنَ لَاتُنۡفِقُوۡا عَلٰی مَنۡ...	২৮	মুনাফিকূন-৬৩	৭

Details Click Here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
সাহাবা-ই কেরামের ফযাইল			
لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ	১১	তাওবাহ্-৯	১১৭
لَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৫২
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৫৫
وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى	৫	নিসা-৪	৯৫
وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ	২৬	ফাত্হ-৪৮	২৯
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ	২৬	ফাত্হ-৪৮	২৯
لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ...	২৮	হাশর-৫৯	৮
وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ...	২৮	হাশর-৫৯	৯
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا	৯	আনফাল-৮	৪
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ	২২	সাবা-৩৪	৪
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى	২৬	হুজুরাত-৪৯	৩
وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى	২৬	ফাত্হ-৪৮	২৬
ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ	১	বাক্বারাহ্-২	২
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ	৩০	আল-বাইয়্যেনাহ্-৯৮	৮
وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ	১১	তাওবাহ্-৯	৮৯
নবী পাকের আহলে বায়তের ফযাইল			
اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ	২২	আহ্যাব-৩৩	৩৩
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا	৩	আল-ই ইমরান-৩	৬১
قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا	২৫	শূরা-৪২	২৩
اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ	২২	আহ্যাব-৩৩	৫৬
وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ	১৬	ত্বোয়াহা-২০	৮২
وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا...	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১০৩
اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ	৫	নিসা-৪	৫৪

Details
Click Here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
নবী পাকের আহলে বায়তের ফযাইল			
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ...	৯	আনফাল-৮	৩৩
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى	৩০	দ্বোহা-৯৩	৫
اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ	৩০	বাইয়্যেনাহ্-৯৮	৭
وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ	২৩	সোয়াফ্ফাত-৩৭	২৪
হুযূরের পবিত্র বিবিগণও আহলে বায়ত			
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ	২২	আহযাব-৩৩	৩৩
وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১২১
فَالْتَقَطَهٗ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ	২০	আল-ক্বাসাস-২৮	৮
وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ	২০	আল-ক্বাসাস-২৮	২৯
فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ	১৬	ত্বোয়াহা-২০	১০
فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ	১৭	আম্বিয়া-২১	৭৬
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ	১৩	হূদ-১১	৭৩
ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	২	বাক্বারাহ্-২	১৯৬
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র ফযাইল			
وَالَّذِيْنَ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ	২৪	যুমার-৩৯	৩৩
ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ	১০	তাওবা-৯	৪০
فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ	২৮	তাহরীম-৬৬	৪
هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ...	২২	আহ্যাব-৩৩	৪৩
وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا...	২৬	আহ্কাফ-৪৬	১৫
وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ...	৮	আ'রাফ-৭	৪৩
وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ	১৮	নূর-২৪	২২
وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى...	৩০	আল্-লায়ল-৯২	১৭-১৮
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ...	২৭	আর্ রাহমান-৫৫	৪৬

Click Here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র ফযাইল			
وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৫৯
وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى (پوری سورہ)	৩০	আল্-লায়ল-৯২	১-২১
اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ	৩	বাক্বারাহ্-২	২৭৪
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ	২৬	আল ফাত্হ-৪৮	২৯
اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ...	২৩	যুমার-৩৯	১৮
وَمَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى	২০	ক্বাসাস-২৮	৬০
اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ	২৬	হুজুরাত-৪৯	৩
لَايَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ	২৭	হাদীদ-৫৭	১০
হযরত ওমর ফারূক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র ফযাইল			
يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ...	১০	আনফাল-৮	৬৪
اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ...	২	বাক্বারাহ্-২	১৮৭
عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ ...	২৮	তাহরীম-৬৬	৫
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى...	১	বাক্বারাহ্-২	১২৫
وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَّبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ...	২৮	সাফ্-৬১	১৩
هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ...	১০	আন্ফাল-৮	৬২
হযরত ওসমান গনি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র ফযাইল			
مَثَلُ الَّذِىْ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ	২	বাক্বারাহ্-২	২৬১
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ	২২	আহ্যাব-৩৩	২৩
اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ اللَّيْلِ	২৪	যুমার-৩৯	৯
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ	২৭	হাদীদ-৫৭	৭
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى	৩০	আ'লা-৮৭	১০

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু)'র ফযাইল			
يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا (پندرہ آیات)	২৯	দাহ্‌র-৭৬	৭-২১
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ	২৮	মুজাদালাহ্‌-৫৮	১২
হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্‌ (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা)'র ফযাইল			
يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ (سولہ آیات)	২১	আহ্‌যাব-৩৩	৩২৭-৪২
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا	৫	নিসা-৪	৪৩
اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ	১৮	নূর-২৪	১১-২০
اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ (اُنیس آیات)	১৮	নূর-২৪	২৬
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু)'র খিলাফত			
مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ	৬	মা-ইদাহ্‌-৫	৫৪
فَسَوْفَ يَاْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ...	৬	মা-ইদাহ্‌-৫	৫৪
سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ	২৬	ফাত্‌হ্‌-৪৮	১৬
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ...	১৮	নূর-২৪	৫৫
لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ... اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ	২৮	হাশর-৫৯	৮
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠতম উম্মত			
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا	২	বাক্বারাহ্‌-২	১৪৩
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ...	৫	নিসা-৪	১১৫
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا...	৪	আল-ই ইমরান-৩	১০৩
আউলিয়া-ই কেরামের ফযীলতসমূহ			
اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ...	১১	ইয়ূনুস-১০	৬২
اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ	৯	আনফাল-৮	৩৪

Details Click

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
আউলিয়া-ই কেরামের কারামত সত্য			
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا...	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৩৭
وَهُزِّيْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	১৬	মরিয়ম-১৯	২৫
قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ...	১৯	নাম্‌ল-২৭	৪০
وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ...	১৫	কাহাফ-১৮	১৮
فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ...	১৫	কাহাফ-১৮	৭১
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ	১৬	কাহাফ-১৮	৮৪
বুযর্গদের তাবার্‌রুকগুলো বালা দূরীভূতকারী			
اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ	২৩	সোয়াদ-৩৮	৪২
اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ...	১৩	ইয়ূসুফ-১২	৯৩
فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا...	১৬	মরিয়ম-১৯	২৬
اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ...	২	বাক্বারাহ্-২	২৪৮
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ...	১৬	ত্বোয়াহা-২০	৯৬
মু'মিনদের সাহায্যকারী অনেক			
وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا	৫	নিসা-৪	৭৫
وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ	২৮	তাহরীম-৬৬	৪
مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৫২
اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا	৬	মা-ইদাহ্-৫	৫৫
يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ...	১০	আনফাল-৮	৬৬
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى	৬	মা-ইদাহ্-৫	২
اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ...	১৯	শো'আরা-২৬	৮৯
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ	১৯	শো'আরা-২৬	১০০
وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	৮০

Click Here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ	১	বাক্বারাহ্-২	৮৭
فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ...	১৬	কাহাফ-১৮	৯৫
বে-ঈমানের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই			
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ...	২৫	শূরা-৪২	৪৪
وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا	১৫	কাহাফ-১৮	১৭
وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	২৫	শূরা-৪২	৪৬
وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ	২০	আন্‌কাবূত-২৯	২৫
فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَالَهُمْ مِنْ نٰصِرِيْنَ	২১	রূম-৩০	২৯
وَمَالَهُمْ مِنْ نٰصِرِيْنَ	৩	আল-ই ইমরান-৩	২২
وَمَالِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ	৩	বাক্বারাহ্-২	২৭০
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا	৫	নিসা-৪	১২৩
وَمَالِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ	১৭	হাজ্জ্-২২	৭১
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا	২২	আহযাব-৩৩	৬৫
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ...	২৪	মু'মিন-৪০	১৮
وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ	২৪	মু'মিন-৪০	২১
وَلَايَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا	৬	নিসা-৪	১৭৪
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا	৫	নিসা-৪	১৪৫
وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ	১০	তাওবাহ্-৯	৭৪
وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا	১৫	বনী ইসরাঈল-১৭	৯৭
وَالظّٰلِمُوْنَ مَالَهُمْ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَانَصِيْرًا	১২	হূদ-১১	২০
وَمَالَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ	২১	আহযাব-৩৩	১৭
وَلَا تَجِدَ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَانَصِيْرًا	২৫	শূরা-৪২	৮
وَمَالِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	২২

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَاشَفِيْعٌ...	৫	নিসা-৪	
وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ	১৭	হাজ্জ-২২	৭১
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَاشَفِيْعٌ...	৭	আন'আম-৬	৭০
وَهُمْ لَايُنْصَرُوْنَ	১	বাক্বারাহ্-২	১০৭
مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ...	৭	আন'আম-৬	৭০
وَمَالَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ	২৪	হা-মীম সাজদাহ্-৩২	১৬
مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَاشَفِيْعٍ	১	বাক্বারাহ্-২	১২০
مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ	১০	তাওবাহ-৯	৭৪
وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ	২৯	সাজদাহ্-৩২	৪
وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ	১৩	রা'দ-১৩	৩৭
মৃতরা শুনে			
وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا...	২৫	যুখ্রুফ-৪৩	৪৫
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ (صالح عليه السلام)	৮	আ'রাফ-৭	৭৯
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ (شعيب عليه السلام)	৯	আ'রাফ-৭	৯৩
মাহবূব বান্দাগণ ওফাতের পর সাহায্য করেন			
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرَنَّهٗ	৩	আল-ই ইমরান-৩	৮১
وَمَآاَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ	১৭	আম্বিয়া-২১	১০৭
وَمَآاَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا	২২	সাবা-৩৪	২৮
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا	১	বাক্বারাহ-২	৮৯

Click Here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
আল্লাহ্‌র মাহবূব বান্দাগণ দূর থেকে শুনেন, দেখেন ও সাহায্য করেন			
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا	১৯	নাম্‌ল-২৭	১৯
اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ	১৩	ইয়ূসুফ-১২	৯৪
اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ	১৯	নাম্‌ল-২৭	৪০
وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَاتَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ	৩	আল-ই ইমরান-৩	৪৯
اِنَّهٗ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ	৮	আ'রাফ-৭	২৭
قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ	২১	সাজদাহ্-৩২	১১
وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ	১৭	হজ্জ-২২	২৭
وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	৭	আন্'আম-৬	৭৬
وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهٖ	১২	ইয়ূসুফ-১২	২৪
আল্লাহ্‌র ওলীগণ সমস্যার সমাধান দেন ও দান করেন			
فَلَمَّا اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ	১৩	ইয়ূসুফ-১২	৯৬
وَهُمْ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهٖ	১৩	ইয়ূসুফ-১২	২৪
وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৪৯
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ	১	বাক্বারাহ্-২	৬০
لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا	১৬	মরিয়ম-১৯	১৯
لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا...	২৬	ফাত্‌হ-৪৮	২৫
فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ	২৭	যা-রিয়াত-৫১	৩৫
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ	৯	আনফাল-৮	৩৩
فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا	২	বাক্বারাহ্-২	২৪৮
বুযর্গদের নৈকট্যে দো'আ ক্ববূল হয়			
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ	৩	আল-ই ইমরান-৩	৩৮
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْ حِطَّةٌ...	১	বাক্বারাহ্-২	৫৮
جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ....	৫	নিসা-৪	৬৪

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
সম্মানিত স্থানগুলোর প্রতি আদব প্রদর্শন করো			
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا	১	বাক্বারাহ্-২	৫৮
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	১৬	ত্বোয়াহা-২০	১২
لَآاُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ	৩০	বালাদ্-৯০	১-২
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ	৩০	ত্বীন-৯৫	৩
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى	১	বাক্বারাহ্-২	১২৫
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ...	২	বাক্বারাহ্-২	১৫৮
স্মৃতি-স্মারক প্রতিষ্ঠা করা			
فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا	১১	ইয়ূনুস-১০	৫৮
وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ	১৩	ইব্রাহীম-১৪	৫
تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا...	৭	মা-ইদাহ্-৫	১১৪
اِنَّآاَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ	৩০	ক্বাদার-৯৭	১
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ...	২	বাক্বারাহ্-২	১৮৫
কবরের আযাব সত্য			
اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا	২৯	নূহ-৭১	২৫
اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا	২৪	মু'মিন-৪০	৪৬
وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ	১০	আন্‌ফাল-৮	৫০
مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ	২৫	জা-সিয়াহ্-৪৫	১০
وَاِنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذَالِكَ	১৬	ত্বূর-৫২	৪৭
ইমামগণের তাক্বলীদ জরুরী			
فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ...	১৭	আম্বিয়া-২১	৭
لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ	৫	নিসা-৪	৮৩
وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا	১১	তাওবাহ্-৯	১২২
وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ	১১	তাওবাহ্-৯	১১৯

Details Click Here
Click Here
Details click here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
ইমামগণের তাক্বলীদ জরুরী			
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	১	ফাতিহা-১	৬
وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ	২১	লোক্বমান-৩১	১৫
وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ	১৭	হাজ্জ-২২	৭৮
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى	৫	নিসা-৪	১১৫
তাক্বিয়্যাহ্‌বাজি হারাম			
فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৬৪
يَآاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآاُنْزِلَ اِلَيْكَ	৬	মাইদাহ্-৫	৬৭
وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْآ اٰمَنَّا	১	বাক্বারাহ্-২	১৪
اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً	২৮	মুনাফিক্বূন-৬৩	২
اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً	৫	নিসা-৪	৯৭
وَقَاسَمَهُمَا اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ	৮	আ'রাফ-৭	২১
مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ	১৭	আম্বিয়া-২১	৫২
قُلْ يَآاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ.	১১	ইয়ূনুস-১০	১০৪
মাত্'আহ্ (সাময়িক বিবাহ) হারাম			
غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ	৫	নিসা-৪	২৪
فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذَالِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ	২৯	মা'আরিজ-৭০	৩১
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا	১৮	নূর-২৪	৩৩
হুযূরের মি'রাজ সশরীরে হয়েছে			
وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	৬০
ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى	২৭	নাজ্‌ম-৫৩	৮-৯
يَآاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا	২৭	আহযাব-৩৩	৪৫
سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	১

Click Below
1 4
2 5
3 6
Click here
Click here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
পায়ুসঙ্গম (لواطت) হারাম			
اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ...اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا	৮	আ'রাফ-৭	৮০
قُلْ هُوَ اَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ...	২	বাক্বারাহ্-২	২২২
فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذَالِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ	১৮	মু'মিনূন-২৩	৭
নামায পাঁচ ওয়াক্ব্ত			
فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ	২১	রূম ৩০	১৭
حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ	২	বাক্বারাহ্-২	২৩৮
وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى	২	বাক্বারাহ্-২	২৩৮
আমরা হুযূরের গোলাম			
اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...	২১	আহ্যাব-৩৩	৬
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ...	২২	আহ্যাব-৩৩	৩৬
মুরতাদের শাস্তি ক্বতল			
فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ...	১	বাক্বারাহ্-২	৫৪
تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ	২৬	ফাত্হ-৪৮	১৬
অস্বীকৃতির দাবীদারও দলীল পেশ করবে			
قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ	২০	নাম্ল-২৭	৬৪
فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ...	৮	আন'আম-৬	১৫১
হাদীসেরও প্রয়োজন আছে			
اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ	৩	আল-ই ইমরান-৩	৩২
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ	১	বাক্বারাহ্-২	১২৯
مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ...	৫	নিসা-৪	৮০
وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ	২৮	হাশর-৫৯	৭

Details
Click Here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
হাদীসেরও প্রয়োজন আছে			
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ	৯	আ'রাফ-৭	১৫৭
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ	৫	নিসা-৪	৬৫
قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ	৬	মা-ইদাহ্-৫	১৫
يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا	১	বাক্বারাহ্-২	২৬
اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ	২৫	শূরা-৪২	৫২
মৃতদেরকে আহ্বান করা			
وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ	১৭	হজ্জ-২২	২৭
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا...	৩	বাক্বারাহ্-২	২৬০
وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا	২৫	যুখরুফ-৪৩	৪৫
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ...	৯	আ'রাফ-৭	৯৩
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ...	৮	আ'রাফ-৭	৭৯
হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর অবতরণ ক্বিয়ামতের পূর্বাভাস			
وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ	২৫	যুখ্রুফ-৪৩	৬১
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদের ঘরে সদয় উপস্থিত আছেন			
فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ...	১৮	নূর-২৪	৬১
ইয়াগুস ও ইয়া'উক্ব ইত্যাদি পথভ্রষ্টকারী বোত ছিলো, ওলী ছিলো না			
وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ....	২৯	নূহ-৭১	২৩
وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا	২৯	নূহ-৭১	২৪
বুক ও মাথা চাপড়ানো কাফিরদের প্রথা			
يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا	২৩	ইয়াসীন-৩৬	৫২
يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ	৬	মা-ইদাহ্-৫	৩১

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
আউলিয়া মিন্ দূ-নিল্লাহ্ শয়তানই			
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَوْلِيَآءُ هُمُ الطَّاغُوْتُ	৩	বাক্বারাহ্-২	২৫৭
اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ	৮	আ'রাফ-৭	২৭
اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	৮	আ'রাফ-৭	৩০
فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ	১৪	নাহ্ল-১৬	৬৩
اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ	১৫	কাহাফ-১৮	৫০
নেক্কারদের মাধ্যমে মন্দ লোকদের উপর দয়া			
وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا	১৬	কাহাফ-১৮	৮২
وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ	২৭	তূর-৫২	২১
اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ	২৭	তূর-৫২	২১
فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ	৫	নিসা-৪	৬৯
মু'মিনদের জন্য সুপারিশ রয়েছে			
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ...	১১	তাওবাহ্-৯	১০৩
مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ	৩	বাক্বারাহ্-২	২৫৫
لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا	৩০	নাবা-৭৮	৩৮
وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ	২২	সাবা-৩৪	২৩
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ...	৫	নিসা-৪	৬৪
اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا	১৬	ত্বোয়াহা-২০	১০৯
'মুরব্বী' অর্থে রব শব্দটি বান্দাকেও বলা যায়			
اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ	১২	ইয়ূসুফ-১২	৫০
اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ	১২	ইয়ূসুফ-১২	৪২
كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	২৪
اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ	১২	ইয়ূসুফ-১২	২৩

Click here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
কাফিরদের জন্য সুপারিশ নেই			
لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ...	৩	বাক্বারাহ্-২	২৫৪
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ...	২৯	মুদ্দাস্সির-৭৪	৪৮
اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ	২৪	যুমার-৩৯	৪৩
مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ	২৪	মু'মিন-৪০	১৮
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ	১৯	শু'আরা-২৬	১০০
لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ...	১৬	মরিয়ম-১৯	৮৭
سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ	২৮	মুনাফিক্বূন-৬৩	৬
আব্দ (عبد) মানে 'খাদেম'ও হয়			
مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ	১৮	নূর-২৪	৩২
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ	২৪	যুমার-৩৯	৫৩
কাফিরগণ বধির, বোবা, অন্ধ ও মৃত			
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ	১	বাক্বারাহ্-২	১৮
وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	৭২
اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ	১৪	নাহ্ল-১৬	২১
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى	২৪	হা-মীম-সাজদাহ্-৩২	৪৪
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ	২৬	মুহাম্মদ-৪৭ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]	২৩
اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ	২০	নাম্ল-২৭	৮০
اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ	২৪	হা-মীম সাজদাহ্-৩২	৪৪
নবী ও ক্বোরআন হিদায়তদাতা			
اِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ	২৫	শু'আরা-৪২	৫২
اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	৯
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ	১৩	ইব্রাহীম-১৪	১

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
নবী ও ক্বোরআন হিদায়তদাতা			
وَيُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৬৪
تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا	১১	তাওবাহ্-৯	১০৩
ঈসাল-ই সাওয়াব সত্য			
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ	১১	তাওবাহ্-৯	৯৯
وَفِىْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ	২৬	যারিয়াত-৫১	১৯
اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ	২৭	তূর-৫২	২১
নবী ত্রুটিহীন ও নিষ্পাপ হন			
اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	৬৫
اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ	২৩	সোয়াদ-৩৮	৮৩
اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَارَحِمَ رَبِّىْ	১৩	ইয়ূসুফ-১২	৫৩
مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى	২৭	নাজ্ম-৫৩	২
لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ	৮	আ'রাফ-৭	৬১
اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ	৮	আন'আম-৬	১২৫
لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ	২৯	আল-হাক্ব্ব্বাহ্-৬৯	৪৪
لَوْلَآ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَّ	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	৭৪
مَاكَانَ لَنَآ أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ	১২	ইয়ূসুফ-১২	৩৮
وَمَآأُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآأَنْهٰكُمْ	১২	হূদ-১১	৮৮
لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ	১	বাক্বারাহ্-২	১২৪
اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ	৩	আল-ই ইমরান-৩	৩৩
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	২১	আহযাব-৩৩	২১
শারীরিক ইবাদত কেউ কারো পক্ষ থেকে সম্পন্ন করতে পারে না			
وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى	২৭	নাজ্ম-৫৩	৩৯
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ	৩	বাক্বারাহ্-২	২৮৬

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
নবীগণের মর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে			
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ	১৩	ইয়ুসুফ-১২	৭৬
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ	৩	বাক্বারাহ-২	২৫৩
মূল নুবুয়তে সমস্ত নবী সমান			
لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ	৩	বাক্বারাহ-২	২৮৫
وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ	৬	নিসা-৪	১৫২
বোতগুলোর নামে ছেড়ে দেওয়া পশু হালাল– যদি আল্লাহ্‌র নামে যবেহ্ করা হয়			
مَاجَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ	৭	মা-ইদাহ্-৫	১০৩
فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا	১০	আনফাল-৮	৬৯
قُلْ لَّآاَجِدُ فِىْ مَآاُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ	৮	আন'আম-৬	১৪৬
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ	১৪	নাহল-১৬	১১৬
বেদীমূলে উৎসর্গকৃত, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহকৃত পশু হারাম			
وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ	২	বাক্বারাহ-২	১৭৩
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ	৬	মা-ইদাহ্-৫	৩
আল্লাহ্ জানানো ছাড়া কেউ গায়ব জানে না			
قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ...	২০	নাম্‌ল-২৭	৬৫
وَمَآاَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ	২৬	আহক্বাফ-৪৬	৯
لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ	৯	আ'রাফ-৭	১৮৮
اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ	২১	লোক্বমান-৩১	৩৪
لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ	৭	মা-ইদাহ্-৫	১০৯
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না থাকলে কেউ কিছু করতে পারে না			
قُلْ لَّآاَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا	৯	আ'রাফ-৭	১৮৮
وَمَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ	১৩	ইয়ুসুফ-১২	৬৭

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না থাকলে কেউ কিছু করতে পারে না			
وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ	১	বাক্বারাহ-২	১০৭
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ	১	ফাতিহা-১	৪
مَاكَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ	১৩	ইয়ূসুফ-১২	৬৮
মীলাদ শরীফ আলোচনা করা আল্লাহ্‌র সুন্নাত			
لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ	১১	তাওবাহ্-৯	১২৮
قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ	৬	মা-ইদাহ্-৫	১৫
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৬৪
هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى	১০	তাওবাহ্-৯	৩৩
هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا	২৮	জুমু'আহ্-৬২	২
وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ (পূরা রুকূ')	১৬	মরিয়ম-১৯	১৬
مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ	২৮	সাফ্- ৬১	৬
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ	২০	ক্বাসাস্-২৮	৭
قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ	৬	নিসা-৪	১৭৫
'ইল্‌ম' আল্লাহ্‌র বড় নি'মাত			
وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا	১	বাক্বারাহ্-২	৩১
وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ	৩	আল-ই ইমরান-৩	১৮
وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا	১৬	ত্বোয়াহা-২০	১১৪
قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ...	২৩	যুমার-৩৯	৯
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ	১১	তাওবাহ্-৯	১২২
هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ	১৫	কাহাফ-১৮	৬৫
وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ	৫	নিসা-৪	১১৩
اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ	২৭	আর্ রাহমান-৫৫	১-২
وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا	১৫	কাহাফ-১৮	৬৬

Click Here-
40 books of
Mawlidunnab

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ	১৯	নাম্‌ল-২৭	১৬
اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا	২২	ফাত্বির-৩৫	২৮
اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ	১৯	শূরা-২৬	১৯৭
فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ	১৭	আম্বিয়া-২১	৭
وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا	৩	বাক্বারাহ্-২	২৬৯

নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে মানুষ বলা কাফিরদের পন্থা

قَالَ اَلَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ	১৪	হিজর-১৫	৩৩
مَآهٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ	১৮	মু'মিনূন-২৩	২৪
لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ	১৮	মু'মিনূন-২৩	৩৪
قَالُوْا مَآاَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا	২২	ইয়াসীন-৩৬	১৫
اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا	২৮	তাগাবুন্-৬৪	৬

মহান রব মিথ্যা থেকে পবিত্র

Click here

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا	৫	নিসা-৪	৮৭
وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا	৫	নিসা-৪	১২২
اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	১৯৪
اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	৯
فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৬১

নেক্‌কারদের কারণে মন্দ লোকদের উপর আযাব আসে না

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ	৯	আন্‌ফাল-৮	৩৩
لَوْتَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا	২৬	ফাত্‌হ-৪৮	২৫
فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ	২৭	যারিয়াত-৫১	৩৫
وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا	২৯	নূহ-৭১	২৭
اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا	১৭	হাজ্জ্-২২	৩৮

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
ওলীগণের ওসীলা জরুরী বিষয়			
يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	৫৭
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا	১	বাক্বারাহ-২	৮৯
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا	২	বাক্বারাহ-২	১৪৪
فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ	১	বাক্বারাহ-২	৩৭
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ	৯	আ'রাফ-৭	১৩৪
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ	৯	আ'রাফ-৭	১৩৪
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا	১১	তাওবাহ-৯	১০৩
وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا	৬	মা-ইদাহ-৫	৩৫
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৩৮
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ	১	বাক্বারাহ-২	৬১
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا	১৫	কাহাফ-১৮	২১
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৬৪
প্রত্যেক বস্তুর মূল হলো মুবাহ			
خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا	১	বাক্বারাহ-২	২৯
قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا	৮	আন'আম-৬	১৪৫
لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ	২৮	তাহরীম-৬৬	১
لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ	৭	মা-ইদাহ-৫	১০১
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ	৮	আন'আম-৬	১১৯
وَحَرَّمُوْا مَا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ	৮	আন'আম-৬	১৪০
كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ	৮	আন'আম-৬	১৪২
قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ	৮	আন'আম-৬	১৪৪
قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا	৮	আন'আম-৬	১৫০
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ	৮	আ'রাফ-৭	৩২
لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ	৭	মা-ইদাহ-৫	৮৭

Details Click Here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
'রূহ বের হওয়া' অর্থে মত্যু সবার জন্য অবধারিত			
اِنَّکَ مَیِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَیِّتُوْنَ	২৩	যুমার-৩৯	৩০
اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৪৪
کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৮৫
کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ	২৭	আর্-রাহ্মান-৫৫	২৬
اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ	১৭	আম্বিয়া-২১	৩৪
ক্বোরআন থেকে কেউ পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে			
یُضِلُّ بِهٖ کَثِیْرًا	১	বাক্বারাহ্-২	২৬
وَلَیَزِیْدَنَّ کَثِیْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ طُغْیَانًا وَّکُفْرًا	৬	মা-ইদাহ্-৫	৬৪
نَّهْدِیْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا	২৫	শূরা-৪২	৫২
کَذٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ یَّشَآءُ	২৯	মুদ্দাস্সির-৭৪	৩১
হুযূর হিদায়তই দান করেন			
وَاِنَّکَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ	১৮	মু'মিনূন-২৩	৭৩
وَاِنَّکَ لَتَهْدِیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ	২৫	শূরা-৪২	৫২
وَدَاعِیًا اِلَی اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِیْرًا	২২	আহযাব-৩৩	৪৬
وَیُزَکِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৬৩
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی النُّوْرِ	১৩	ইব্রাহীম-১৪	১
'রূহ দেহ পালন ছেড়ে দেয়' অর্থে মৃত্যু আল্লাহ্র বিশেষ ওলীগণের জন্য নয়, তাঁরা জীবিত			
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْیَاءٌ	২	বাক্বারাহ্-২	১৫৪
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৬৯
مَادَلَّهُمْ عَلٰی مَوْتِهٖ اِلَّا دَابَّةُ الْاَرْضِ	২২	সাবা-৩৪	১৪
وَلَا اَنْ تَنْکِحُوْا اَزْوَاجَهٗ	২২	আহযাব-৩৩	৫৩
وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ	২৫	যুখ্রুফ্-৪৩	৪৫

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
'রূহ দেহ পালন ছেড়ে দেয়' অর্থে মৃত্যু আল্লাহ্‌র বিশেষ ওলীগণের জন্য নয়, তাঁরা জীবিত			
وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا	৪	আল্-ই ইমরান-৩	১৭০
فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ	২১	সাজদাহ্-৩২	২৩
বুযর্গদের দো'আয় বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা পুত্র-সন্তান লাভ করেন			
قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৪০
قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُوْنَ	১৪	হিজর-১৫	৫৪
رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَبَشَّرْنٰهُ...	২৩	সোয়াফ্‌ফাত-৩৭	১০০-১০১
ءَ اَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا	১২	হূদ-১১	৭২
وَاِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৩৬
يَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهٗ يَحْيٰى	১৬	মরিয়ম-১৯	৭
সম্মানিত নবীগণকে শরীয়তের বিধানাবলীর মালিক বানানো হয়েছে			
وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৫০
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ	৯	আ'রাফ-৭	১৫৭
وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ	১০	তাওবাহ্-৯	২৯
وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ	৯	আ'রাফ-৭	১৫৭
'আল্লাহ্-রসূল'কে মিলানো ঈমানই			
اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ	৫	নিসা-৪	৫৯
وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ	২২	আহযাব-৩৩	৭১
وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ	১০	তাওবাহ্-৯	৬২
اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ	১০	তাওবাহ্-৯	৭৪
كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ	১০	তাওবাহ্-৯	৮০
وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ	৫	নিসা-৪	১০০
فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ	১১	তাওবাহ্-৯	১০৫
لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ	২৬	হুজরাত-৪৯	১

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
'আল্লাহ্-রসূল'কে মিলানো ঈমানই			
وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ	১০	তাওবাহ্-৯	৫৯
وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ	২১	আহযাব-৩৩	২৮
سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ	১০	তাওবাহ্-৯	৫৯
اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ	২২	আহযাব-৩৩	৩৭
اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا	২৩	আহযাব-৩৩	৩৬
'আল্লাহ্-রসূল'কে পৃথক করা কুফর			
وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ	৬	নিসা-৪	১৫০
অচেতন ও মজযূরের উপর শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায় না			
لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى	৫	নিসা-৪	৪৩
وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗ اِلَيْهِ	৯	আ'রাফ-৭	১৫০
وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا	৯	আ'রাফ-৭	১৪৩
وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ	১২	ইয়ূসুফ-১২	৩১
বাই'আত গ্রহণ করা জরুরী, ক্বিয়ামতে ইমামের সাথে হাশর হবে			
يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	১২	হূদ-১১	৯৮
يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ	১৫	বনী ইস্রাঈল-১৭	৭১
اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ	২৬	ফাত্হ-৪৮	১০
لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ	২৬	ফাত্হ-৪৮	১৮
اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ	২৮	মুম্তাহিনাহ্-৬০	১২
'আলায়হিস্ সালাম' শুধু রসূলগণের জন্য			
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ	২৩	সোয়াফ্ফাত-৩৭	১৮১
سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ	২৩	সোয়াফ্ফাত-৩৭	৭৯
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ	২৭	ওয়া-কি'আহ্-৫৬	৯১
سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ	২৩	সোয়াফ্ফাত-৩৭	১০৯

Details
Click Here

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
'আস্‌সালামু আলাইকুম' মুসলমানদের জন্যই			
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارُ	১৩	রা'দ-১৩	২৪
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ	২৪	যুমার-৩৯	৭৩
আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশগত বিষয়াদি কোন কোন বান্দার হাতেও সোপর্দ করা হয়েছে			
فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا	৩০	না-যি'আত-৭৯	৫
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِأَمْرِهٖ	২৩	সোয়াদ-৩৭	৩৬
قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسَ	১৬	তোয়াহা-২০	৯৭
وَهُزِّىْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	১৬	মরিয়ম-১৯	২৫
وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ	৩	আল-ই ইমরান-৩	৪৯
'শিয়া' কাফির ও ফ্যাসাদী সম্প্রদায়কে বলা হয়			
اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا	২০	ক্বাসাস-২৮	৪
اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا	৮	আন্'আম-৬	১৫৯
اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا	৭	আন্'আম-৬	৬৫
وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا	২১	রূম-৩০	৩১-৩২
كَمَا فَعَلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ	২২	সাবা-৩৪	৫৪
وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ	২৭	ক্বামার-৫৪	৫১
وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرَاهِيْمَ	২৩	সোয়াফ্‌ফাত-৩৭	৮৩
ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ	১৬	মরিয়ম-১৯	৬৯
আল্লাহ্‌র মাহবূব বান্দারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের মালিক ও তাতে ক্ষমতা প্রয়োগকারী			
قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	২৬
فَسَخَّرْنَ لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ	২৩	সোয়াদ-৩৭	৩৬
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ	৩০	কাওসার-১০৮	১
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا	১৭	আম্বিয়া-২১	৮১

বিষয়	পারা	সূরার নাম ও নং	আয়াত নং
আল্লাহ্‌র মাহবূব বান্দারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের মালিক ও তাতে ক্ষমতা প্রয়োগকারী			
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا	১৬	কাহাফ-১৮	৮৫
رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ	১৩	ইয়ূসুফ-১২	১০১
وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا	৫	নিসা-৪	৫৪
وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ	৩	আল্-ই ইমরান-৩	৪৯
لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ	২২	সাবা-৩৪	১০
নারীদের জন্য পর্দা অপরিহার্য			
لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا	১৮	নূর-২৪	২৭
قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ	১৮	নূর-২৪	৩০
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ	১৮	নূর-২৪	৩১
وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا	১৮	নূর-২৪	৫৯
يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ	২২	আহযাব-৩৩	৫৯
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ	২২	আহযাব-৩৩	৩২
فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ	২৭	আর্-রাহমান-৫৫	৫৬
حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ	২৭	আর্-রাহমান-৫৫	৭২
وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ	২২	আহযাব-৩৩	৩৩
وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا...	২২	আহযাব-৩৩	৫৩
قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ	১৮	নূর-২৪	৩১
اِنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ	১৮	নূর-২৪	৬১
لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ	২৮	তালাক্ব-৬৫	১
فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ	৪	নিসা-৪	১৫
বুযর্গদের দো'আয় মৃত জীবিত হয়			
فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا	২	বাক্বারাহ্-২	২৪৩
فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ	৩	বাক্বারাহ্-২	২৫৯